R. N. No 2532/57

Regd. No. C 853

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্
রঘুনাথগঞ্জ
হেড অফিস—সদরঘাট *
ব্রাঞ্চ—ফুলতলা
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার
সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস,
ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

৬০শ বর্ষ
৩য় সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ২৩শে জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৩৮০ সাল।
৬ই জুন, ১৯৭৩

নগদ মূল্য : ১০ পয়সা
বার্ষিক ৫৲, সডাক ৬৲

সান্ত্বনা এবং হতাশার মধ্যে দিয়ে

গঙ্গা-ভাঙ্গন প্রতিরোধ প্রকল্পের কাজ পুরোদমে চলছে, কিন্তু.........

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

রঘুনাথগঞ্জ, ৩রা জুন—নয়নসুখ, হাজারপুর, মিঠিপুরে গঙ্গা-ভাঙ্গন প্রতিরোধ প্রকল্পের কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলেছে। কুতুবপুরে এখনও বোল্ডার মজুদ করা হচ্ছে, নদীগর্ভে কোন কাজ শুরু করা হয়নি। ভালো হোক অথবা মন্দ হোক, কন্ট্রাক্টার কোনরকমে দায় সাড়ার মনোভাব নিয়ে কাজ করছেন। তিনি হয়তো জানেন যে এই ভাবে তাড়াহুড়ো করে ভাঙ্গন প্রতিরোধ করা যায় না, তাই সরকারী নির্দ্দেশের মহিমায় কোন রকমে দায় সেড়ে মুনাফার অঙ্কটা বাড়বে বই কমবে না।

অন্ততঃ মিঠিপুরে গিয়ে তাই দেখলাম। অনেককেই বলতে শুনলাম, "পাথর ফেলা দেখে আমরা সান্ত্বনা পাচ্ছি, কিন্তু একটা স্পারে বর্ষার আগে ভাঙ্গনরোধ হতেই পারে না।" জনৈক ওয়াচম্যানকে বলতে শুনলাম, সরকারী নির্দ্দেশ মত বর্ষার আগে দু'টো স্পার তৈরী করা যাবে না। যে স্পার এখন তৈরী করা হচ্ছে (স্থল থেকে নদীগর্ভে ৭২ ফুট) সেটা শেষ করতে এখনও দিন সাতেক সময় লাগবে। নদীগর্ভে গতকাল পর্যন্ত ৫৫ হাজার সি, এফ, টি পাথর ফেলা হয়েছে। অবশ্য প্রয়োজনীয় কুলী এখানে নিয়োগ করা হয়নি। নির্দ্ধারিত মজুরীর চেয়ে কম মজুরী দিতে চাওয়ায় অনেকেই কাজ করতে এসেও ফিরে যাচ্ছে। শুরু থেকেই আরও বেশী কুলী নিয়োগ করলে বর্ষার আগেই নাকি দু'টো স্পার তৈরীর কাজ শেষ হ'তো বলে প্রবীণ গ্রামবাসীদের ধারণা। তবে পদ্মা এখনও পাড় ভাঙ্গছে। আমরাও মাটি ধ্বসে পড়তে দেখলাম। তাদের ধারণা বর্ষার সময় সেকেন্দ্রা ঘোষপাড়া, খেজুরতলা এবং মিঠিপুরের একাংশ একটা স্পার তৈরীর পরও নদীগর্ভে চলে যেতে পারে। ঐ ওয়াচম্যান দুঃখের সঙ্গে জানালেন যে, স্থানীয় মজুরদের অবহেলা করে পাথর সাজানোর কাজে বিহারের লোক নেওয়া হয়েছে। তারা সরকারী রীতিনীতি ভঙ্গ করে কন্ট্রাক্টারের নির্দ্দেশ মত এলোপাথাড়িভাবে পাথর সাজাচ্ছে। ফলে ষ্ট্যাগ মেজারে যে শূন্যস্থানের সৃষ্টি হচ্ছে তাতেই কন্ট্রাক্টারের এক তৃতীয়াংশ পাথর উদ্বৃত্ত হচ্ছে। তাছাড়া ষ্ট্যাগ মেজার থেকে অনেক পাথর চুরি যাচ্ছে এবং পরে মুনাফার রাস্তা ঘুরে এসে সাজানোর সময় আবার ষ্ট্যাগ মেজারে জড়ো হচ্ছে। ওয়াচম্যানরাও কাজে ফাঁকি দিচ্ছেন। সম্প্রতি কলকাতা থেকে যে তিনজন ইঞ্জিনীয়ারকে এই সমস্ত অপকর্মের তদন্তের জন্য মিঠিপুর এবং কুতুবপুরে পাঠানো হয়েছিল তাঁরা নাকি এই দুইটি স্থানে আদৌ আসেননি।

কথায় কথায় ঐ ওয়াচম্যান জানালেন যে, বিশ্বনাথপুরের মোহনায় জঙ্গিপুর ব্যারেজের নিরাপত্তার জন্য বর্ষার আগে স্পার তৈরীর প্রতিশ্রুতি ফরাক্কা ব্যারেজ প্রকল্পের জেনারেল ম্যানেজার দিয়েছিলেন এবং গত মাসের মাঝামাঝি টেণ্ডার পাশ করাও হয়েছিল কিন্তু এখনও কাজ শুরু হয়নি। সরকারী লালফিতেমির ফাঁসে হয়তো এই পরিকল্পনা ধামাচাপা পড়ে আছে। তাই মিঠিপুরে গিয়ে পাথরের শব্দে মানুষের মনে সান্ত্বনা দেখেছি, আবার কথাবার্ত্তায় হতাশার সুর স্পষ্টভাবে শুনতে পেয়েছি।

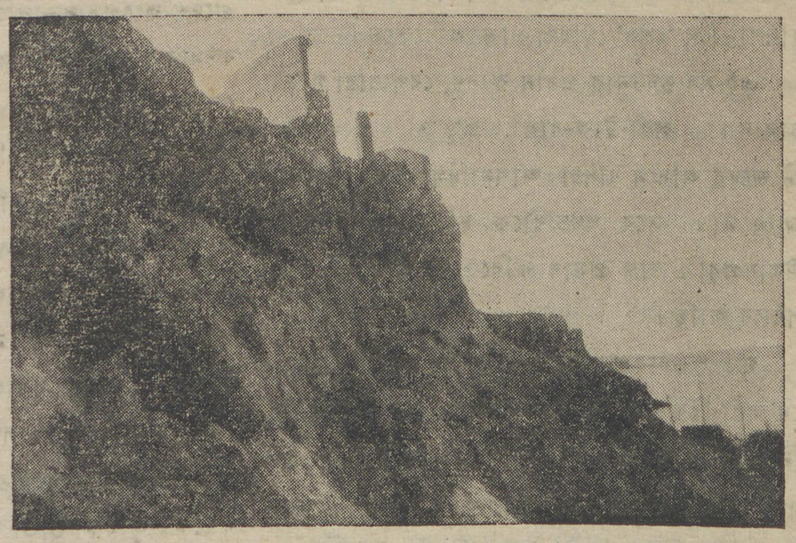

পদ্মাকবলিত বাড়ির একাংশ। মহকুমার গ্রাম-গ্রামান্তর গ্রাস করতে করতে পদ্মা জঙ্গিপুরের ৩০০০ গজের মধ্যে। ছবিটি মিঠিপুরের।

—নিজস্ব চিত্র

ট্রাক-রিক্সা দুর্ঘটনায় ২ জন নিহত, ১ জন আহত, ট্রাকচালক গ্রেপ্তার

জঙ্গিপুর, ৩রা জুন—গত ১লা জুন রঘুনাথগঞ্জের খড়খড়ি ব্রীজের উপর গঙ্গা-ভাঙ্গন প্রতিরোধের পাথরবাহী একটি ট্রাকের পিছন থেকে ধাক্কায় দু'টি রিকসা চুড়মার হয়ে যায় ও দুজন প্যাডলার গুরুতর আহত হয় এবং ঘটনাস্থলেই জনৈক আরোহী আইনুদ্দিন বিশ্বাস (৬৫) মারা যান। প্যাডলারদের মধ্যে দ্রুত বহরমপুর সদর হাসপাতালে পাঠান হয় আলি নওয়াজকে, অপর প্যাডলার মান্নান সেখকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়।

এই দুর্ঘটনার সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শহরের সমস্ত রিকসা বন্ধ হয়ে যায়। প্যাডলাররা জঙ্গিপুর রঘুনাথগঞ্জ রিকসা প্যাডলার্স ইউনিয়ানের নেতৃত্বে খড়খড়ি ব্রীজের উপর সমবেত হয়ে অবস্থান ধর্মঘট করে ও সমস্ত যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেয়। এক সময় পুলিশের একটি ভ্যান জোর করে যাওয়ার চেষ্টা করলে ইউনিয়ান সম্পাদক তিনকড়ি সরকারের সাথে কথা কাটাকাটি হয় ও সমবেত প্রতিরোধে গাড়িখানি যেতে পারে না। ঘটনাস্থলে জঙ্গিপুরের মহকুমা-শাসক উপস্থিত হন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, গত ২৮শে মে জঙ্গিপুর-রঘুনাথগঞ্জ রিকসা প্যাডলার্স ইউনিয়ানের ডাকে প্রায় পাঁচ শতাধিক রিকসা প্যাডলার এক মিছিল সহকারে জঙ্গিপুরের মহকুমা-শাসকের কাছে উপস্থিত হয়ে বিভিন্ন দাবির মধ্যে গঙ্গা-ভাঙ্গনের পাথরবাহী ট্রাকের গতি সম্মতিনগর থেকে উমরপুর পথে নিয়ন্ত্রণ ও বে-আইনী যাত্রীবহন বন্ধ করার দাবি রাখেন। ইউনিয়ানের পক্ষ থেকে কয়েকটি সুস্পষ্ট পরামর্শও পেশ করা হয় কিন্তু গত ১লা জুন পর্যন্ত তা কার্য্যকরী করা হয়নি।

পরে জঙ্গিপুরের মহকুমা-শাসক ইউনিয়ান নেতাদের সাথে আলোচনায় সমস্ত দাবি মেনে নেন। রাত্রি থেকেই পুলিশ পিকেট বসিয়ে দিলে অবস্থান তুলে নেয়া হয়।

—শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৩শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার সন ১৩৮০ সাল।

॥ দুর্ঘটনার ঘটনা ॥

কিছুদিন হইতে ৩৪নং জাতীয় সড়কে লরীর ধাক্কায় মৃত্যুর ঘটনা ঘটিয়াই চলিয়াছে। এখানে-ওখানে প্রায় প্রতিদিনই যে পথদুর্ঘটনা ঘটিতেছে, তাহাতে অনেক হতভাগ্য আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে 'শেষ' ঘোষণা লাভ করিতেছে।

এই সব দুর্ঘটনার প্রধান কারণ, বেপরোয়া গাড়ী চালান। লরী-ট্রাক-বাস প্রভৃতি চালকেরা নিজেদের আসনে বসিয়া আপনাদিগকে কী ভাবেন জানি না। তবে পথচারীকে দলিতপিষ্ট করিবার উল্লাসপ্রবৃত্তি আজ প্রমাণ করিতেছে আমরা কোন্ পর্যায়ে আছি।

গত শুক্রবার শহরের প্রবেশ পথে খড়খড়ি ব্রীজে যে লরী-রিক্সা সংঘর্ষ হইয়া গেল, তাহা নিশ্চয়ই নিন্দনীয়। দুইটি প্রাণ গেল, আর তাহা ফিরিবে না। কিন্তু এইরূপ দুর্ঘটনা হরদম ঘটিলে পথ চলা বন্ধ করিয়া দিতে হয়। এখানে পিছন হইতে ধাক্কা দিয়া রিক্সা আরোহীর মৃত্যু ঘটান হইয়াছে যাহা ড্রাইভার মহোদয়ের সুস্থ-মস্তিষ্কে না থাকিবার লক্ষণ।

বাস, ট্রাক প্রভৃতির দুর্ঘটনা এড়াইতে হইলে শহর অঞ্চলের উপকণ্ঠে এবং বড় বড় পেট্রোল পাম্পসমূহের নিকটে সন্ধানী পুলিশ রাখা উচিত, যে পুলিশের কাজ হইবে গাড়ীর মালপত্র পরীক্ষা করা নয়, ড্রাইভারদের পরীক্ষা করা; তাহারা পানোন্মত্ত কিনা তাহা দেখা। দ্বিতীয় যে সব জায়গায় রাস্তা সঙ্কীর্ণ অথচ গাড়ীর যাতায়াত বেশী, সেখানে রাস্তাকে প্রশস্ত করা।

প্রসঙ্গত আলোচ্য খড়খড়ি ব্রীজের কথায় আসা যায়। আমরা অনেক আগে এই ব্রীজের জন্মবৃত্তান্ত লিখিয়াছিলাম। সেই প্রসঙ্গে এই ব্রীজের অপ্রশস্ততার কথা জানাইয়াছিলাম। বর্ত্তমানের পরিস্থিতি পরিবর্ত্তিত। এই ব্রীজ দিয়া এখন গভীর রাত্রি পর্যন্ত বাস-ট্রাক চলাচল করিতেছে। দিনের বেলায় গরুর গাড়ী, রিক্সা, সাইকেল, প্রাইভেট কার, বাস, ট্রাক প্রভৃতির যাতায়াত বেশি। অবস্থা এক এক সময় এমন হয় যে, পথচারীদের বহুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হয়। গাড়ী চলিয়া যাইবার পর তাহারা পার পায়। সুতরাং অবিলম্বে এই ব্রীজ প্রশস্ত না করিলে দুর্ঘটনা হামেশাই ঘটিতে থাকিবে।

॥ মরিয়া বাঁচার পথ ॥

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ চাহিয়াছিল: জীবনের নিরাপত্তা, জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধিরোধ, বেকারত্বের অবসান, বাঁচিবার জন্য, সংসার জীবন-যাপনের জন্য এবং কিঞ্চিৎ শান্তির জন্য এইগুলির অপরিহার্যত্ব বিবেচনায় বিগত নির্বাচনের পূর্বে বর্তমান শাসকদল উপরিলিখিত প্রতিশ্রুতি তুলিয়া ধরেন। প্রত্যাশায় জনগণ এই দলকে স্বাগত জানাইল।

রায়-রাজত্বের সালতামামী অনেক আগেই প্রকাশিত হইয়াছে। অনেক কথা শুনান হইয়াছে। তবে উপরিলিখিত তিনটি দফা যে তিমিরে সেই তিমিরে রহিয়াছে।

খুন-খারাবি-হুজ্জৎ-ছিনতাই কিছুদিন বন্ধ থাকিলেও আবার মাথাচাড়া দিয়াছে। তবে এবারের খুন-খারাবি স্বদলসংশ্লিষ্ট। মুখ্যমন্ত্রী ও প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের বর্তমান চিত্র কেন্দ্রীয় দপ্তরে তুলিয়া ধরিতে নাকাল ভোগ করিতেছেন। এখনকার খুন-জখমে সি, পি, এম-এর ক্রিয়াকলাপ বলিবার উপায় নাই বোধ হয়, জনগণের বিশ্বাস না করিবার কারণ আছে বলিয়া।

নির্বাচনপূর্ব দ্রব্যমূল্য এবং নির্বাচনোত্তর দ্রব্যমূল্য —দুইয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান। এমন যুগযন্ত্রণা কখনো হয় নাই। চাল-গম-তেল-চিনি-ডাল এবং অন্যান্য ভোগ্যদ্রব্য আজ মানুষের ধরা-ছোঁয়ার বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। সরকারের অক্ষমতা দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধিরোধে সুস্পষ্ট। এক অসহায় দর্শকের ভূমিকা ছাড়া আর কিছু নাই। প্রশাসনিক ত্রুটি-বিচ্যুতি এই চরম দুর্দশা আনিয়াছে।

বেকার সমস্যার সমাধানে বেকার হাহাকার। যে বিরাট যুবগোষ্ঠী রাজ্য কংগ্রেসকে আজ সর্বাত্মক জয় আনিয়া দিয়াছে, সেই গোষ্ঠীই এখন শুধু হতাশায় দিন গুণিতেছে। কারণ কথামত বেকার সমস্যার সমাধান এক শতাংশ আজিও হয় নাই। যে দুই-চারিজন বেকার যুবক নিজেদের জীবনের অন্ধকারের অধ্যায় কাটাইয়া উপার্জনের আলোক ভোগ করিতেছেন, তাহার জন্য সরকার কৃতিত্বের অধিকারী নিশ্চয়ই। কিন্তু তাঁহারা মোট বেকারের কত ভগ্নাংশ—ইহা কাহারও অজানা নয়।

যুক্তফ্রন্ট দলের বত্রিশ দফার কর্মসূচী অঙ্কুরেই বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল শরিক দলগুলির মতান্তর ও মনান্তরের ফলে। শাসক দলের প্রতিশ্রুতিগুলি চাপা পড়িয়া গেল সুষ্ঠু কর্মসূচীর অভাবে। বহু বিঘোষিত গরীবী হটাইবার কেন্দ্রীয় বুলি আজ কেমনভাবে নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িয়াছে। তাই এখন 'বল্ মা তারা, দাঁড়াই কোথা' অবস্থায় বাঁচার পথ মিলিবে মরিয়াই, তাহার আগে নয়।

ভ্রম সংশোধন—গত সংখ্যার ২য় পৃষ্ঠায় 'পুরাতনী' পর্যায়ে 'নিমতিতা ষ্টেশন' শীর্ষক সংবাদের বাংলা তারিখ ১৯।৯।১৩২৯ এর পরিবর্তে ১৯।৯।১৩২৩ হবে। ৪র্থ পৃষ্ঠায় 'আবগারী বিভাগীয় নোটীশ'-এর ১৪শ লাইনে 'যোগত্যাবলী' শব্দের বদলে 'যোগ্যতাবলী' হবে। এরূপ মুদ্রণপ্রমাদের জন্য আমরা দুঃখিত। —সঃ জঃ সঃ

পুরাতনী

সম্পাদনা : শ্রীমৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী

ওজন বিভ্রাট

জঙ্গিপুর সব-ডিভিজনে আজকাল ভেজাল দ্রব্যের সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট ওজন-বিভ্রাট লক্ষিত হইতেছে। ৬৪ ওজনের দাম লইয়া ৬০ এর ওজনে জিনিস দিতে দোকানদারেরা কুণ্ঠিত নয়। আজকাল অধিকাংশস্থলেই পাকী ওজন প্রচলিত হইয়াছে। যে জেলায় যে ওজন প্রচলিত, তদধীন গ্রামগঞ্জেও সেই ওজন চালু হওয়া বাঞ্ছনীয়। কার্যতঃ তাহা হইতেছে না। আমরা জঙ্গিপুরের সদাশয় সব্-ডিভিজনাল ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়ের দৃষ্টি এ দিকে আকর্ষণ করিতেছি। তিনি আমাদিগকে এই বিষম অত্যাচারের ও ক্ষতির হাত হইতে রক্ষা করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ : ৫।৯।১৩২৩ ইং ২০।১২।১৯১৬

(এখন ভেজাল গা-সহা, ওজন কম অবশ্য-স্বীকার্য। মানুষ এখন খাদ্যে ভেজাল ও ওজন কমের জন্য অভিযোগ করে না।)

হর্ষবর্দ্ধন

বৃন্দাবনলীলার গবেষণাফল প্রসঙ্গে—শ্রীবাতুল

সম্পাদক মহাশয়, আপনার পত্রিকার ষষ্টিতম-বর্ষপূর্তি সংখ্যায় 'ঊনষাটের সালতামামী' প্রবন্ধের একটি স্থানে লেখক অধ্যাপক নুরুল ইসলাম মোল্লা লিখিয়াছেন : **'আসলে বৃন্দাবনলীলার অবসান শোণিত-শৈথিল্যের সাথে সাথে'।** এমন গবেষণা সম্পর্কে অনেকেই শ্রীবাতুলকে কিছু লিখিতে তাগিদ দিলেও, বলা বাহুল্য, শ্রীবাতুল তেমন অভিজ্ঞানপত্র প্রাপ্ত নহেন এবং বৈষ্ণবসাহিত্যের উপর আলোচনা-পুস্তকারণ্যে নির্বিচারে তিনি ফল আহরণ করিতে পারেন নাই (শাখামৃগ)। তথাপি শ্রীবাতুল আপন মত ব্যক্ত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন।

ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের স্নায়ুবৈকল্যে অনেক সময় সব কিছুতেই দুর্গন্ধ অনুভূত হয়। তদ্রূপ দায়িত্বশীল পদাধিষ্ঠিত ব্যক্তি অনেক সময় এমন কিছু 'বেফাঁস' বলেন যাহা অন্যের নিকট হাস্যকর ঠেকে। বৃন্দাবন-লীলায় তথা বৈষ্ণবসাহিত্যে শোণিতের তেজ ও শৈথিল্যের যে সন্ধান লেখক-অধ্যাপক পাইয়াছেন, তাহা এ যাবৎ সকলের অজ্ঞাত ছিল। শিক্ষার্থীরা তাঁহার নিকট হইতে বৈষ্ণবসাহিত্যে শোণিত-প্রকৃতির পরম তথ্য ও তত্ত্ব পাইয়া থাকেন, ধরিয়া লওয়া যায়।

বস্তুতঃ বৈষ্ণবসাহিত্য ও বৈষ্ণবধর্মদর্শন ওতপ্রোত জড়িত ঐতিহ্যময় এই সাহিত্যের সংশ্লিষ্ট অপব্যাখ্যা দিয়া বৈষ্ণব ধর্ম-দর্শন-সাহিত্যের ভাবমূর্তিকে বিকৃত করিবার অপচেষ্টা মাত্র এবং তাহা বৈষ্ণবধর্মবিশ্বাসী মানুষের মনে আঘাত দিতে পারে যাহার অধিকার ভারতরাষ্ট্র তাঁহাকে দিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। লেখকের প্রদত্ত 'চাটনি' তাবৎ বিকৃতরুচি ও সাহিত্যের অম্লরোগীদের কাছে মুখরোচক হইতে পারে, প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা সাহিত্য সমালোচনার স্বাস্থ্যকর ও শালীন ভঙ্গী নহে।

চিঠি-পত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

মহাশয়, গত ৯ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৮০, তারিখে জঙ্গিপুর সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত নুরুল ইসলাম মোল্লা লিখিত "ঊনষাটের সালতামামী" শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া বড়ই মর্ম্মাহত হইলাম। ৺শরৎচন্দ্র পণ্ডিত মহাশয় (দাদাঠাকুর) জঙ্গিপুর মহকুমাবাসীর শ্রদ্ধার পাত্র এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত জঙ্গিপুর সংবাদ আরও সমৃদ্ধ হউক ইহা আমাদের সকলেরই কাম্য। কিন্তু মোল্লা সাহেব দাদাঠাকুরকে আরও উচ্চাসনে বসাইতে যাইয়া, নিজেকেই যেন কাগজে কলমে উঁচু করিয়া দেখাইবার লালসা করিয়াছেন। দাদাঠাকুর কাহাকেও তৈলমর্দ্দন করিয়া নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন নাই এবং অপর কেহ তাঁহার তৈলমর্দ্দন করুক, তাঁহার এমন কথাও কখনও শুনি নাই। ঐ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমার এইরূপ ধারণা হইয়াছে যে ভদ্রলোক বাইরণ, ওয়ার্ডওয়ার্থের দেশের লোক এবং সদ্য এদেশে আসিয়া লেখক হইবার নূতন পুলকে দিগবিদিগজ্ঞানশূন্য হইয়াছেন। দাদাঠাকুরের এবং তাঁহার পত্রিকার প্রশস্তি উপলক্ষে চল্লিশের পর বাস করা ভালো মথুরা নগরে"—এই ছত্রের ব্যাখ্যায় "আসলে বৃন্দাবনলীলার অবসান শোণিত-শৈথিল্যের সাথে সাথে।" —এ হেন অপব্যাখ্যা তাঁহার মাথায় কি করিয়া গজাইল ভাবিয়া পাই না। বৈষ্ণবধর্ম্ম বিশ্বজনীন্ এবং ভগবৎ-প্রেম কেন্দ্রিক। এই ধর্ম্ম গ্রহণ এবং আচরণ করিবার অধিকার সকলেরই আছে। বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা কামকলুষিত মনে কখনও কাহারও বোধগম্য নহে, ব্যাখ্যা করা তো দূরের কথা। তিনি কি জাতীয় পেশাধারী ভদ্রলোক তাহা তাঁহার প্রবন্ধ হইতে জানা গেল না। কিন্তু ইহা খুবই স্পষ্ট যে তিনি এই দেশের রাষ্ট্রনীতি, ধর্ম্মনীতি, আচার ব্যবহার কিছুই শিখেন নাই। আপনার নিকট আমার অনুরোধ, এই জাতীয় কোনও প্রকার কুৎসিত মন্তব্য ছাপাইয়া জঙ্গিপুর সংবাদের এবং দাদাঠাকুরের যশ প্রতিষ্ঠার অবমাননা করিবেন না।

শ্রীমুকুলরঞ্জন রায়, রঘুনাথগঞ্জ

সবিনয় নিবেদন,

জঙ্গিপুর সংবাদে রবীন্দ্র জন্মতিথি স্মরণে ক্রোড়-পত্রে প্রকাশিত লেখা ও লেখকের উপর যে দুইটি পত্রালোচনা আপনার পত্রিকায় ২৩শে মে পত্রস্থ হয়েছে তার একখানি সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। প্রথম পত্রখানি লিখেছেন শ্রীনীলোৎপল গুপ্ত মহাশয়। সমালোচকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তিনি লেখার যে আলোচনা করেছেন তাতে 'আলোর' পরিবর্ত্তে ব্যক্তিগত অভিরুচির 'চনা' বেশী করে প্রকাশ পেয়েছে। সমালোচকের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য দুরূহ। সেখানে বিজ্ঞতা, সহমর্মিতা ও রসানুভূতির গভীরতা থাকা প্রয়োজন। ব্যক্তিগত ভালোলাগা বা না লাগার স্থান সেখানে নগণ্য। ম্যাথু আরনল্ডের কথায়—"Criticism is a disinterested endeavour to learn and propogate the best that is known and thought in the world." শ্রীগুপ্তের আলোচনায় কি এই সত্যতার পরিচয় আছে? বিস্ময়ের বিষয় তিনি সমালোচকের ভূমিকা হতে Physician এর ভূমিকায় এসেছেন। রোগ নির্ণয় করে রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থাপত্রও দিয়েছেন। রবীন্দ্র সংখ্যার লেখকদের কারও কারও নাড়ি দেখে তার চাপল্য চাঞ্চল্য অনুভব করেছেন, আবার কাউকে পাগল বিবেচনা করে রাঁচি যাবার নির্দ্দেশ দিয়েছেন, কারও কারও লেখাকে একশো বছর অতীতের 'কোনো' সংগ্রহ বলে উন্নাসিকতা প্রকাশ করেছেন। বিধাতার এমন আশ্চর্য্য সৃষ্টিও আছে যাঁরা ফুল দেখতে গিয়ে শুধু কণ্টক দেখেন, ভালোর মধ্যে মন্দের সন্ধান করেন। ভালোকে ভালো বলতে পারেন না—অথচ ভালোর সংজ্ঞা কি হওয়া উচিত তার রূপ-রেখাও দিতে পারেন না। Oscar Wild এর কথায় প্রতিধ্বনি করে বলতে ইচ্ছে করছে—a man who knows the price of everything and value of nothing. মনে হয় তাঁরা critic নন cynic. আমার ধারণা শ্রীগুপ্তের পত্রালোচনায় আছে Value of nothing.

শঙ্করপ্রসাদ সিংহ, নলহাটী, বীরভূম

Wanted an M. A. (Eng.) B. T. at least 5 yrs. Experienced for the post of Headmaster. Pay according to revised scale apply by the 20th June.

Secy., Harhari High School.
P.O. Harhari, Murshidabad.

25-5-73

বিজ্ঞপ্তি

ময়ূরাক্ষী সেচ প্রকল্পের মশানজোড় বাঁধে সেচ দেওয়ার মতো জল একেবারেই নেই। যদি জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে ভালো বৃষ্টি হয় তার ফলে বাঁধে যথেষ্ট জল ধরা যায় তবে ৯ই শ্রাবণ অর্থাৎ ২৫শে জুলাই থেকে খরিফ খন্দের জন্য প্রথম সেচের জল ছাড়া হতে পারে। ৯ই শ্রাবণের আগে কোনো সেচের জল ছাড়া সম্ভব হবে না। ময়ূরাক্ষী সেচ প্রকল্পের এলাকার চাষীভাইরা যেন একথা মনে রেখে তাঁদের বীজতলা তৈরী এবং চাষের সময় ঠিক করেন।

স্বাক্ষর—
অনীশ মজুমদার
জেলা-শাসক, বীরভূম

৩১-৫-৭৩

বিশেষ তথ্য ও জনসংযোগ আধিকারিক, ময়ূরাক্ষী সেচ প্রকল্প কর্ত্তৃক প্রচারিত।

স্থানাভাববশতঃ পশুপতি চট্টোপাধ্যায়ের ধারাবাহিক প্রবন্ধ "জঙ্গিপুরের নাট্য আন্দোলনের ইতিহাস" বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশ করা সম্ভব হল না। —সঃ জঃ সঃ

তিন হাজার মণ চাল উধাও

ভগবানগোলা—ফুড কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়ার ভগবানগোলার গুদাম থেকে রহস্যজনকভাবে তিন হাজার মণ চাল উধাও হওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়েছে। ঘটনাটি ঘটে এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি। ভিজিলেন্স কমিটি অনুসন্ধানের পর তালা দিয়ে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সংশ্লিষ্ট এজেন্ট মানসিক ব্যধির অজুহাতে হাসপাতালের আশ্রয়ে। ফল—'চেপে যাও'। চাল-প্রাপকেরা ওই হপ্তায় চালে বঞ্চিত। এ্যাইসা চাল!

মন্ত্রীর ভাগ্নের ঢিলে—

লালগোলা, ২৯শে মে—গত শনিবার এখানে রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী শ্রীআবদুস সাত্তারের ভাগ্নে সেখ মেরাজ আলীর নিক্ষিপ্ত ঢিলের আঘাতে বহরমপুর—জঙ্গিপুর রুটের 'শ্রাবণী' বাসের চালক ইনসান সেখ এবং কণ্ডাক্টর শ্রীনারায়ণ দাস জখম হন। বাসের ভাড়া নিয়ে মেরাজ এবং কণ্ডাক্টরের মধ্যে বচসা শুরু হয় এবং হাতাহাতির উপক্রম হয়। নিজের ষ্টপেজে নেমে মেরাজ চালক এবং কণ্ডাক্টরকে লক্ষ্য করে ঢিল ছুঁড়লে তাঁদের মাথা ফেটে রক্ত ঝড়তে থাকে। ঘটনার বিবরণ জানিয়ে থানায় একটি অভিযোগ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

মর্মান্তিক

নিমতিতা, ১লা জুন—গতকাল বেলা দশটা নাগাদ আমুহা গ্রামে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে একজন শোচনীয়ভাবে মারা গিয়েছে এবং দুইজনকে আশংকাজনক অবস্থায় হাস-পাতালে ভর্ত্তি করা হয়েছে। প্রকাশ, তারা ঐ গ্রামের কাছে ধান নিড়ানের সময় জল খেতে ফরাক্কা ব্যারেজের ক্যানেলে যায় এবং কৌতুহলবশতঃ একজন বিদ্যুৎস্তম্ভ জড়িয়ে ধরলে আটকে পড়ে। তাকে সাহায্য করার জন্য বাকী দুইজন এগিয়ে গেলে তারাও আটকে পড়ে। উপস্থিত কয়েকজন তাদেরকে উদ্ধার করার পর দেখা যায় যে একজন ঘটনাস্থলেই মারা গিয়েছে। বাকী দুইজনের অবস্থা আশংকাজনক।

১ম পৃষ্ঠার পর [ট্রাক-রিক্সা দুর্ঘটনা]

গত ২রা জুন সকালে বহরমপুরে আলি নওয়াজের মারা যাওয়ার সংবাদ প্রচার হয়ে গেলে বেলা বারোটা থেকে শহরের সমস্ত রিকসা বন্ধ হয়ে যায়। বেলা চারটেই আলি নওয়াজের মৃতদেহ নিয়ে এক শোক মিছিল শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমণ করে মহকুমা-শাসকের কাছে উপস্থিত হয় কিন্তু মহকুমা শাসক-না থাকায় মিছিল ফিবে যায়। শহরের অগণিত নরনারী মৃতের প্রতি সম্মান জানান। দুর্ঘটনার অব্যবহিত ·রে গাড়ির ড্রাইভার-কণ্ডাক্টর পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করে। সংবাদে প্রকাশ রঘুনাথগঞ্জের থানা জে, সি, ও ট্রাকটির আরোহী ছিলেন।

* * *

গত ২৯শে মে বেলা দশটা নাগাদ পাথর বোঝাই একটি ট্রাকের ধাক্কায় তেঘরির মনোরঞ্জন দাস জখম হন। আশংকাজনক অবস্থায় বহরমপুর সদর হাসপাতালে ভর্ত্তির পর গত ৩১শে মে তিনি মারা যান।

* * *

গত ২৮শে মে বহরমপুরে বাজার থেকে বাড়ী ফেরার পথে একটি চলন্ত ট্রাকের ধাক্কায় সুধীর ঘোষ নামে জনৈক সাইকেলারোহী গুরুতরভাবে আহত হন। সদর হাসপাতালে আশংকাজনক অবস্থায় ভর্ত্তির পর তাঁর মৃত্যু ঘটে।

রাষ্ট্রমন্ত্রী ও ফরাক্কা প্রকল্পের জেনারেল ম্যানেজারের বৈঠক

ফরাক্কা-ব্যারেজ—ফরাক্কা বাঁধ প্রকল্পে বর্ত্তমানে কর্ম্মরত উনত্রিশ শত কর্ম্মীদের মধ্যে কাজ শেষে যে ১৬২৭ জন বাড়তি বলে বিবেচিত হবেন তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গত ৩১ মে এখানকার ওয়ারকারস ইউনিয়নের সভাপতি তথা প: বঙ্গের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায়ের সাথে প্রকল্পের জেনারেল ম্যানেজারের এক বৈঠক হয়ে গেল। ওই ইউনিয়নের বার্ষিক সভায় সভা-পতিত্ব করার জন্য শ্রীমুখোপাধ্যায় এসেছিলেন। বৈঠকে স্থির হয়েছে যে, রাজ্যের অভ্যন্তরে অথবা অন্য রাজ্যে বেতন ভিত্তিক বিকল্প চাকুরীতে নিয়োগের ব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত কাউকে ছাঁটাই করা চলবে না। কর্ম্মীদের কাজে নিযুক্ত রাখার ব্যাপারে বিভাগীয় তত্ত্বাবধানে লক ক্যানালের মাটি তোলা এবং 'শেলটার বেসিনের' কাজ করা হবে। তবে লক ক্যানেলের সম্পূর্ণ অংশ থেকে মাটি সরানর কাজে জেনারেল ম্যানেজার দ্বিমত হন। কর্ম্মীদের অন্যত্র বিকল্প চাকুরীর ব্যাপারে কর্ত্তৃপক্ষ সক্রিয়। ব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত লক ক্যানেলে ঠিকাদার নামান হবে না।

এখানকার সেনট্রাল ওয়ারকশপটি সরাসরি রাজ্য সরকারের তত্ত্বাবধানে এনে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে চালালে ওতে চারশো কর্ম্মীর স্থায়ী ব্যবস্থা হবে বলে শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায় জানান। রাজ্য সরকার যাতে স্বহস্তে ওয়ারকশপটির পরিচালন ভার গ্রহণ করেন তার জন্য সক্রিয় চেষ্টা চালাবেন এবং এই বিষয়সহ ফরাক্কায় শিল্পনগরী খোলা সম্পর্কে আলোচনার জন্য এ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে দিল্লী যাবেন। সঙ্গে থাকবেন শ্রীপ্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী আর বাঁধ প্রকল্পের জেনারেল ম্যানেজার। কেন্দ্রীয় সেচ মন্ত্রী ও প্রধান মন্ত্রীর সাথে তাঁরা আলোচনা চালাবেন।

ওই বৈঠকে অন্যান্য যে সব বিষয় আলোচিত হয়েছে সেগুলি হলো বাঁধ প্রকল্পের মৃত কর্ম্মীদের বিধবা স্ত্রী অথবা পুত্র অথবা কন্যার চাকুরীর ব্যবস্থা করা। কর্ম্মীদের ক্যানটিনে ঘাটতি যা হবে সস্তায় খাবারের জন্য প্রকল্প কর্ত্তৃপক্ষ ভরতুকি দিয়ে পূরণ করে দেবেন। ব্যারাজ স্কুলে একটি প্রাথমিক পর্য্যায়ে হিন্দী স্কুলের সংযোজন এবং উদ্বোধন। আর একটি প্রস্তাব নেয়া হয়েছে যে, ফরাক্কা প্রকল্পে বর্ত্তমানে প্রয়োজনীয় ওভারশীয়ারদের পদগুলি রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দফতর থেকে ডেপুটেশনে পাঠিয়ে পূরণ করা হবে এবং যে সমস্ত ওভারশীয়ার বছর দুই মধ্যে অবসর নেবেন এমন প্রার্থীদেরকেই অগ্রাধিকার দেয়া হবে বিশেষ কিছু আর্থিক সুবিধা দিয়ে। এর ফলে রাজ্য দফতরে কিছু নূতন পদ সৃষ্টি হবে।

ফরাক্কা বিদ্যালয়ে সুব্রত মুখার্জী

ফরাক্কা, ১লা জুন—গতকাল পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীসুব্রত মুখার্জী স্থানীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাথে মিলিত হলে শিক্ষকেরা প্রধান শিক্ষক ডি, পি, রায়ের বিরুদ্ধে বে-আইনীভাবে ছাত্র ভর্ত্তি, শিক্ষকদের অপমান, ছাত্রদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি, প্রশ্নপত্র ফাঁস ইত্যাদি অভিযোগ আনেন। শ্রীমুখার্জী তাঁদের আশ্বাস দিয়ে বলেন—এ ব্যাপারে তিনি ব্যারেজের জেনারেল ম্যানেজারের সাথে আলোচনা করেছেন এবং যাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অশান্তি দূর হয় তার ব্যবস্থা করবেন। প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য, সুব্রত বাবু প্রধান শিক্ষক ডি, পি, রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সময় দিয়েও সাক্ষাৎ করেননি।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১১ই জুন, ১৯৭৩

১৯ মনি/৭২ ডি: ধরমচাঁদ সেরাওগী দেং সাজাহান বিশ্বাস দাবি ৬২১-৩৮ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে হবিপুর ৪০ শতকের কাত ১।/১ আ: ২০০৲ খং ৭৬ রায়ত স্থিতিবান ২নং লাট মৌজাদি ঐ ২৭ শতকের কাত ৷৷৵৮ খং ১২৭ আ: ১০০৲ ঐ স্বত্ব ৩নং লাট মৌজাদি ঐ ২৭ শতকের কাত ৮১১ তন্মধ্যে ১২ শতকের কাত হারাহারি ৩৬ প: আ: ৫০৲ খং ১২৬ ঐ স্বত্ব।

থোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের মধ্যে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত